মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd September, 2019

September, 2019 Volume-V, Issue-VII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

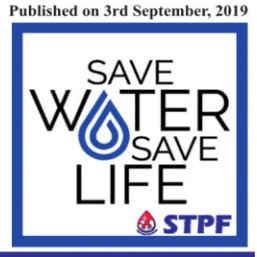

শহর থেকে গ্রাম, সচেতনতায় সারাদিন

রাখীবন্ধনে সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ ও সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, শপথ বাক্য পাঠে সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। ছবি ঃ দেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- শ্রাবনের শেষান্তে মুখ ভার করা আকাশের নিচে বৃষ্টির জলকে মাথায় করে মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধির একটি পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রতি বছরের মত এবারও দেশের ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগস্টে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য কার র‍্যালি হুগলির জাঙ্গীপাড়ার বোড়হল পর্যন্ত পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্যাম-বাজারের মঞ্চে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন সংগঠনের সদস্য সহ অগণিত পৃষ্ঠপোষক এবং পথচলতি সাধারণ মানুষ। রাখীবন্ধন শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহ-সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা। পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। পরিশেষে সংগঠনের শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান চুকিয়ে শ্যামবাজার থেকে বোড়হলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচারের প্ল্যাকার্ড দিয়ে সাজানো ৭৩টি গাড়ি যাত্রা শুরু করে বোড়হলের উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে ১১টি জায়গায় এই কার র‍্যালিকে থামতে হয় সম্বর্ধনা গ্রহণ করার জন্য। অবশেষে বিকেলে বোড়হলে পৌঁছে বোড়হল পরশ সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহ-যোগিতায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সহ সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে শেষ হয় প্রচার অভিযান। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন গৌতম সুন্দর। অসংখ্য ক্লাব প্রতিষ্ঠান সেরাম থ্যালাসেমিয়া

বোড়হলের উদ্দেশ্যে।

প্রিভেনশন ফেডা রেশনের আমন্ত্রনে এই কার র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ১৫ অগাস্ট, ২০১৯ কার র‍্যালি সাংগঠনিক কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে এবং শ্যামবাজার ট্রাফিক গার্ড, শ্যামপুকুর থানা, ডানকুনি থানা, চণ্ডীতলা থানা, জগৎবল্লভপুর থানা ও জাঙ্গিপাড়া থানার অফিসার, ইনচার্জ সহ যেসব সরকারি আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান।

শ্যামবাজারে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় পথ চলা। একে একে টালা প্রত্যুষা, দ্য ওয়েভ (প্রবাহ), বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাব, ডানকুনি স্পোর্টিং ক্লাব, গুপ্ত বারাণসী ক্লাব, শতদল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, হুগলি সম্পদ, মহিষমর্দিনী অ্যাথেলেটিক ক্লাব, শিবানন্দ বাটী যুবক সংঘ, মুন্সিরহাট, জুগনু স্পোর্টিং ক্লাবের আমন্ত্রণে এই কার র‍্যালিকে পথের মধ্যে ক্ষণিকের যাত্রা বিরতি ঘটিয়ে সম্বর্ধনা গ্রহণ এবং জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। শহরের পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে এই কার র‍্যালি উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলি জেলার একটা ব্যাপক অংশে থ্যালাসেমিয়া রোধ করার একটা বার্তা ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

কার র‍্যালি টালায় পৌঁছলে সেখানকার ক্লাব টালা প্রত্যুষার তরফ থেকে এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং ক্লাবের তরফ থেকে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি রামরতন ঝাওয়ার সদস্য ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য সদস্যগণ। পরবর্তীতে র‍্যালি এসে থামে শীলস্ গার্ডেনে। সেখানে দ্য ওয়েভ প্রবাহের তরফ থেকে সম্বর্ধনা

এরপর ২-এর পাতায়

নিদ্রাহীনতাই কি পারকিনসনের উৎস ?

নিজস্বপ্রতিনিধি- পারকিনসন অসুখটি কি একপ্রকার নিদ্রাহীনতা অসুখের সঙ্গে জড়িত? পারকিনসন অসুখটি মূলত স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিশেষ অবস্থা যা এই রোগ পীড়িত মানুষের চালিকা শক্তিকে (মোটর ফাংশন) ক্রমশ বিনষ্ঠ করে এবং আক্রান্ত রোগিকে নানাপ্রকার স্নায়ুতন্ত্রীয় বিপর্যয়ের সামনে ঠেলে দেয়। যেমন অ্যালজাইমার। সাম্প্রতিক গবেষণায় এটা পরিলক্ষিত হয়েছে, একটি বিশেষ ধরনের অনিদ্রা রোগ যা দ্রুত অনিয়মিত চক্ষু প্রক্ষালন সম্বন্ধীয় (REM)। তার সঙ্গে অ্যালজাইমার রোগ নির্ণয়ের সম্পর্ক উদ্ভাবন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের অনিদ্রার বিশেষ কারণগুলো কি এবং এইসব কারণগুলোর উপস্থিতিকে অ্যালাইজাইমার রোগের আশু প্রকোপ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে পারে? এখনই পর্যন্ত গবেষণাকারীরা পারকিনসম অসুখের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নয়। কিন্তু তারা কিছু **রিস্ক ফ্যাক্টর** চিহ্নিত করেছেন। যার দ্বারা কোনও মানুষ পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন কিনা তার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। যেমন মানুষের বয়স, লিঙ্গ, জেনেটিক ফ্যাক্টরস (বংশগতি) প্রভৃতি।

যাইহোক, মনট্রিয়ল কানাডার ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক চেষ্টা চালাচ্ছেন যে, অনিয়মিত চক্ষু প্রক্ষালন সম্বন্ধীয় অনিদ্রা পারকিনসন অসুখের ঝুঁকির সঠিক আভাষ দিতে পারে কি না।

এই সম্পর্কীয় যাবতীয় গবেষণার ফলাফল ব্রেইন নামে এক প্রখ্যাত নিউরোলজির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বারো বছর ধরে ১২৮০ জন REM-এ আক্রান্ত মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই মোট সংখ্যার ৭৩.৫ শতাংশ মানুষের দেহে পারকিনসনের উপসর্গগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এক পলকে দেশ

ভারতরত্ন

নয়াদিল্লি-এবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ভারতরত্ন এবং মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হল ভূপেন হাজারিকা এবং নানাজি দেশমুখকে।

গ্রেপ্তার চিদম্বরম

নয়াদিল্লি-২১ আগস্ট রাতে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

স্বর্গভাগ

নয়াদিল্লি-সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদটি রদ করার প্রস্তাব রাজ্যসভায় পাশ হল। লোকসভায় বিলটি পাশের পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ।

জেটলির প্রয়াণ

নয়াদিল্লি-২৪ আগস্ট সকালে দিল্লি এইমসে মারা গেলেন দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি (৬৬)। বেশ কিছুদিন হল তিনি অসুস্থ ছিলেন।

প্রয়াত সুষমা স্বরাজ

নয়াদিল্লি-৬ আগস্ট রাত্রে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয় প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে।

সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

এক পলকে রাজ্য

গোলাপেও রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি-সারদার পর এবার রোজ ভ্যালি সংস্থার অর্থ তছরুপের ঘটনাতেও তলব করা হয়েছে সি আই ডি কর্তা রাজীব কুমারকে।

রাস্তার নাম বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি- সঙ্গীতে শচীন কর্তা এবং রাহুলদেব বর্মণের অবদানের কথা স্মরণ রেখে সাউথ এন্ড পার্কের নাম বদলে হচ্ছে সঙ্গীত সরণি, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের নাম হবে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সরণি, রামমোহন গার্ডেন লেন হবে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সরণি এবং ফুলিয়া ট্যাংরা সেকেন্ড বাই লেন হচ্ছে ভবা পাগলা সরণি।

টাকা তুলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- মানুষকে বেআইনি মামলায় জড়িয়ে টাকা তুলছে পুলিশ। পথ নিরাপত্তার নামে পুলিশের এই কাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

আর্সেনিক হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি- গরুর দুধে আর্সেনিক। উদ্বিগ্ন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী। একাধিক গবেষণায় দুধে আর্সেনিকের প্রমাণ মিলেছে, রয়েছেপোলট্রির ডিমেও এই বিষ।

হেরিটেজ তালিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি- হেরিটেজ তকমা পেল কলকাতা, বারাকপুর, চন্দননগর এবং হুগলির ৯টি প্রাচীন স্থাপত্য। কলেজ স্ট্রিটের দেব সাহিত্য কুটিরের প্রকাশনা ভবনও রয়েছে তালিকায়।

মর্মান্তিক কচুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-জন্মাষ্টমীর ভিড়ে কচুয়াতে লোকনাথ বাবার পুজো দিতে গিয়ে পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল পাঁচ জনের, আহত শতাধিক। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের গাফিলতিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ডুবছে দ্বীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রবীন্দ্র সরোবরের সব ক'টি কৃত্রিম দ্বীপ ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে কে এম ডি এ। দ্বীপগুলোকে বাঁচাতে বট্যানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এখানে - ওখানে

শহর থেকে গ্রাম, সচেতনতায় সারাদিন

প্রথম পাতার পর

জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক রাসবিহারী ব্যানার্জি, সহকারী সম্পাদক শিখা ব্যানার্জি, কোষাধ্যক্ষ বৈশাখী নন্দী, মিতা বোস, স্বপ্না চক্রবর্তী এবং অরবিন্দ নন্দী সহ প্রমুখ। এবার র‍্যালি এসে থামল সিথি মোড়ে বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে। এখানেও যথারীতি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং সম্বর্ধনা গ্রহণ পর্ব সমাধা হয় খুব দ্রুত গতিতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় পৌরপিতা সঞ্জয় মণ্ডল, বিশ্বজিৎ সামন্ত এবং মালঞ্চ সাহা সহ আরও অনেকে। সিথির মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে এবার র‍্যালি এসে থামে ডানকুনি স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানের সামনে। ক্লাবের সহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহ অন্যান্যদের সম্বর্ধনা জানান এবং সকলকে রাখী পরিয়ে দেন। স্বল্প সময়ের অনুষ্ঠান হলেও এই অনুষ্ঠানটি সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ক্লাব সদস্যদের ঐকান্তিক প্রয়াসে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহ সভাপতিদ্বয় উমাপ্রসাদ ব্যানার্জি, বিভুতোষ শূর, সম্পাদক পিন্টু দে, সহকারী সম্পাদক কৌশিক চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শুভম মুখার্জি সহ প্রমুখ। এই স্পোর্টিং ক্লাবের অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শংকর ভট্টাচার্য্য। ডানকুনি স্পোর্টিং ক্লাবের শেষে এবার র‍্যালির থামার পালা চণ্ডীতলা গুপ্ত বারাণসী ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা মঞ্চের সামনে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দেবদাস চ্যাটার্জি। ছিলেন অতনু সাঁতরা, পিণ্টু মণ্ডল, পাপাই সাঁতরা, মিন্টু সাঁতরা, শুভেন্দু সাঁতরা, অমিয় সাঁতরা ও প্রদীপ মান্না সহ আরও অনেকে। চণ্ডীতলার পর্ব সমাধা হওয়ার পরেই র‍্যালি এসে থামে জঙ্গলপাড়া হাইস্কুলের সামনে শতদল গ্রামোন্নয়ন সমিতির সম্বর্ধনা স্থলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সনৎ সাঙ্কি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, ক্লাবের সম্পাদক কিশোর কুমার গরাং সহ অন্যান্যরা। এখানে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। এবার মশাট বাজারের সামনে হুগলি সম্পদ ক্লাবের সামনে এসে র‍্যালি থামে। এখানকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীতলা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সম্পাদক মলয় খাঁ, মশাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীত দাড়ি, ক্লাবের সভাপতি স্বপন ঘোষ এবং সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এখানেও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং গ্রহণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এরপরের গন্তব্য আইয়া মহিষমর্দিনী স্পোর্টিং অ্যাথেলেটিক ক্লাব। এখানে অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শ্যামল গাঙ্গুলি। আইয়ার পরে জগৎবল্লভপুরে শিবানন্দ বাটী যুবক সমিতির উদ্যোগে সম্বর্ধনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক নিমাই চন্দ্র মালিক, জেলা পরিষদ কর্মধ্যক্ষ গোপা ঘোষ এবং অপর জেলা পরিষদ কর্মধ্যক্ষ সঞ্জু মালিক। এবার মুন্সিরহাট বাজারে জুগনু স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে এসে দাড়ায় কার র‍্যালি। ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা দেন শেখ নাজিবুর রহমান (রাজু)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি জিয়াউর রহমান, সম্পাদক এক্তিয়ার রহমান এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়াউল হক সহ অন্যান্যরা। এবার র‍্যালি এসে পৌঁছোয় অনুষ্ঠানের প্রান্তিক অংশে—পরশ সমাজ কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা স্থল রাজবলহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। এখানে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং পরশ সমাজ কল্যাণ সংঘের পক্ষে রীতেশ ঘোষ। এখানে একটি সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠান নিবেদন করে পিউ নৃত্য গোষ্ঠী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকা অনিন্দিতা বসাক সহ অন্যান্যরা।

স্বাধীনতা দিবসের মত একটা উল্লেখযোগ্য দিনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের গাড়ির র‍্যালিকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে একটা ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে একের পর এক গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন এবং সদস্যরা শ্যামবাজারে এসে পৌঁছে যান। গাড়িতে স্টিকার লাগানো, রাখীবন্ধনে যোগ দেওয়া, শপথ বাক্য পাঠ করা, বুকে ব্যাজ লাগানো, লিফলেট বিলি করা এবং সর্বশেষে টিফিনের প্যাকেটটি সংগ্রহ করে গন্তব্য অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়। সমস্তটা মিলিয়ে শ্যামবাজারের রাজপথে তখন দেখা গেছে একটা সাজসাজ রব।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন ইসলোকের কাশীনাথ চন্দ, দ্য ওয়েভ-এর রাসবিহারী ব্যানার্জি, লেকটাউন রোটারি ক্লাব, মিলনী এ.এন.সি.এ, সি. এম. ওয়াই. কে, কাটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, সত্যিকথা পত্রিকা, শ্যামবাজার উত্তর প্রান্তিক ক্লাব, তরুণ তীর্থ, নবজাতক, বাগুইআটি সাঁইব্রত, আরামবাগ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, কুমোরটুলি পার্ক সার্বজনীন, বিদ্যাসাগর মেডিক্যাল এইডস্ সোসাইটি, কারুকৃৎ, মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল সোসাইটি, রাজু ফ্লেক্স এবং কলেজস্ট্রিট ব্যবসায়ী সমিতি।

নবদ্বীপে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-জাগরণ মাইক্রোফিন লিমিটেডের নবদ্বীপ শাখার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় উদ্যোগে ৩ আগস্ট নবদ্বীপে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। এই শিবিরে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন রাজু। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বসাক, ববিতা দাস, কাননকুমার মণ্ডল, অমল বোস সহ অন্যান্যরা।

পল্লীশ্রী ক্লাবে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- ২ আগস্ট সোদপুরে পল্লীশ্রী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বপন ভুঁইয়া সব আরও অনেকে।

বাগবাজারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- ৮ আগস্ট বাগবাজার সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবির। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। এই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

রয়েল ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১০ আগস্ট রয়েল ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। রক্তদানের গুরুত্ব হালফিল অনেক হাল্কা হয়ে গেছে বলে অনুযোগ করেন তিনি। বিশেষ করে এই মহৎ বিষয়টিকে ঘিরে আজকাল উপহার দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। এই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ তাদের রক্তদান করেন।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সেমিনার

সুরিয়াতে শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- অশোকনগর থানার সুরিয়াতে নৈহাটি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটি-র উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া এবং রক্তদান নিয়ে সেমিনার। এই সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন সঞ্জীব আচার্য্য। ক্যুইজে সফল উত্তর দাতাদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ ও অগণিত ছাত্র-ছাত্রী। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পরেশ নাথ সরকার।

হাজি সলমন অ্যাকাডেমিতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নদীয়া জেলার আওয়ালসিদ্ধিতে হাজি সলমন অ্যাকাডেমি উচ্চ মাধ্যমিক আবাসিক স্কুলে ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবির পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মূল বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে হাজি সলমন অ্যাকাডেমির সমস্ত শিক্ষক সহ প্রায় সাড়ে সাতশ ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাঙ্গনের প্রধান সৈহিদুল ইসলাম মণ্ডল, শামিম মণ্ডল, রেজ্জাক মণ্ডল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পরেশ সরকার, রামকৃষ্ণ বসাক, শৈলেন পাল, অশোক পাল, অমল বোস ও রুবি মণ্ডল।

পাতিপুকুরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাতিপুকুর সরকারি আবাসন সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় প্রশান্ত ব্যানার্জি, তাপস মহারাজ এবং টিভি সিরিয়ালের অভিনেতা সৌরভ।

নৈহাটিতে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- নৈহাটি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল ৪৩তম বর্ষ রক্তদান উৎসব এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে মারণরোগ থ্যাসাসেমিয়ার ওপর মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, দেশ থেকে থ্যালাসেমিয়া দূর করতে গেলে প্রথম এবং প্রধান কাজ হল জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়া খুব জরুরি। অন্যদিকে, বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ দেওয়াটা কখনই উচিত নয়। এই দুটি নিয়ম মেনে চলতে পারলেই থ্যালাসেমিয়া রোগটি রোধ করা সম্ভব হবে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ পরিচালনা করেন স্বয়ং সম্পাদক। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। গোটা অনুষ্ঠানটি মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের পুরোধা পরেশনাথ সরকার, হরিশংকর পাঠক, সত্যানন্দ স্বামী সহ অন্যান্যরা।

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :

Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

সাফল্য কৃত্রিম প্রজননে

সান দিয়েগো—নর্দান হোয়াইট রাইনোরা প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে অনেক আগেই। আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সাদার্ন হোয়াইট রাইনোদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন এই গণ্ডারদের বংশবৃদ্ধির জন্য গবেষণার কাজ শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান দিয়েগো চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। সেই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণায় শেষ পর্যন্ত সাফল্য এসেছে। সেই চিড়িয়াখানার বাসিন্দা একটি সাদার্ন হোয়াইট রাইনো একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সদ্যোজাত গণ্ডার শাবকটিকে বাঁচিয়ে রাখাও কঠিন। গত বছর কেনিয়ার একটি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্রে পৃথিবীর শেষ পুরুষ নর্দান হোয়াইট রাইনো সুদান মারা গেছে।

'মিস ইংল্যান্ড' সম্মানে ভূষিত হলেন ভারতীয়। বংশোদ্ভূত ভাষা মুখোপাধ্যায়। এবার ভাষার লক্ষ্য 'মিস ওয়ার্ল্ড'।

ট্রাম্পের 'না'

ওয়াশিংটন-গ্রিনল্যান্ড কেনার ভাবনা সত্যি ভেবেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। পরে ডেনমার্ক এবং গ্রীণল্যান্ড থেকে একের পর এক কড়া প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। ট্রাম্প বিষয়টিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেন। ২০ আগস্ট নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি মিম পোস্ট করেন ট্রাম্প। তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্রিণল্যান্ডের সমুদ্রতটে দাড়িয়ে গগনচুম্বী ট্রাম্প টাওয়ার। ছবির ওপরে ট্রাম্প লিখেছেন 'কথা দিচ্ছি গ্রিণল্যান্ডে এমনটা করব না।'

অশান্ত হংকং

হংকং-টানা ১০ সপ্তাহ ধরে প্রতিবাদ আর বিক্ষোভে হংকং-এ অবস্থা ভয়াবহ। প্রশাসন অনড়। শাসাচ্ছে চিন। বেজিং পন্থী প্রশাসক ক্যারি ল্যামের ইস্তফার দাবিতে এই বিক্ষোভ লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

দাবানলের গ্রাসে

ব্রাসিলিয়া-অগস্টের প্রথম থেকে শুরু করে টানা তিন সপ্তাহ ধরে জ্বলছে ব্রাজিলের আমাজন বৃষ্টি অরণ্য। দেশের প্রেসিডেন্ট জাইর বোল সোনারো জানিয়েছেন, তাঁকে অপদস্থ করতেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো জঙ্গলে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে । পৃথিবীর ফুসফুস বলে মাপা হয় এই আমাজন বৃষ্টি অরণ্যকে।

হামজা কি হত?

ওয়াশিংটন-ওসামা বিনা লাদেনের ছেলে হামজা বিন লাদেন নিহত হয়েছে। এই দাবি আমেরিকার। কিন্তু এর বেশি কোনও তথ্য আমেরিকার তরফ থেকে জানানো হয়নি কারণ বিষয়টি নিয়ে গোয়েন্দারা তদন্ত চালাচ্ছে।

সাগরপারের টুকিটাকি

স্মৃতি হিমবাহ

আইসল্যান্ড-উষ্ণায়নে গলে যাওয়া হিমবাহের স্মৃতিতে ফলক বসাচ্ছে আইসল্যান্ড। এমন ঘটনা বিশ্বে এই প্রথম। জানা গেছে, তাম্রফলকে লেখা থাকবে, '২০০ বছরের মধ্যে প্রতিটি হিমাবাহই মিলিয়ে যেতে পারে। জলবায়ু কী ভাবে বদলাচ্ছে ও আমাদের কী করতে হবে, তা মনে করিয়ে দেবে এই ফলক। বিশ্বের চারিদিকে উষ্ণায়ন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এক একটি দেশ বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহণ করছে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে।

নাৎসি বনাম আর এস এস

ইসলামাবাদ-সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ এবং জম্মু-কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচনা করেছেন ইমরান খান। এবার আর এস এসের আদর্শকে নাৎসি মতবাদের সাথে তুলনা করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। ইমরান খানের অভিযোগ 'জাতি নির্মুল-এর মাধ্যমে কাশ্মীরের জনবিন্যাস বদলে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। গোটা বিশ্ব কি চুপ করে তা দেখবে। যেমন—হিটলারের সময়ে তারা চুপ ছিলেন।'

একা সফর

রিয়াধ-পুরুষ অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ যাত্রা করতে পারবেন সৌদি আরবের মহিলারা। একা বিদেশ সফরও করা যাবে বলে এই মর্মে আইন সংশোধনও করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্যই এ পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে ডেঙ্গি

ঢাকা-বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি তেই ছড়িয়ে পড়েছে এডিস মশাবাহিত, রোগ ডেঙ্গি। একমাত্র নেত্রকোনাতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার খবর নেই। মারা গিয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি।

সতর্কবার্তা ব্রিটেনে

লন্ডন-ব্রিটেনের এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, কোন চুক্তি ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়লে ব্রিটেনে জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের প্রবল সংকট দেখা দেবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বক্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি আলোচনার টেবিলে না বসে, তবে চুক্তি ছাড়াই বেক্সিট হবে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। ফাঁস হয়ে যাওয়া সরকারি নথি বলছে, চুক্তিহীন বেক্সিটের ফলে সংকটে পড়বে ব্রিটেনের মানুষ। কট্টরপন্থী জনসন প্রথম থেকেই বলেছেন, তিনবছর আগের গণভোটে বেক্সিটের পক্ষেই সায় দিয়েছিলেন মানুষ।

গুলিতে পাক সেনা নিহত

ইসালামাবাদ-পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে যে পাক কম্যান্ডো ধরেছিলেন এবং অত্যাচার চালিয়েছিলেন, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিযুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। সেই নিহতের নাম আহমেদ খান। তিনি পাকসেনার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের সুবেদার ছিলেন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন ঃ ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে জানতে চাই?

তাপস চক্রবর্তী, কোন্নগর

হাইপ্রেসার এবং ডায়াবেটিস থাকলে, তা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক রোগীদের মরফিন, অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রেল, হেপারিন প্রভৃতি দিতে হয়।

হার্ট অ্যাটাক ধরা পড়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি খুবই দরকারী ইঞ্জেকশন দিতে হয়, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া করোনারী আর্টারী খুলে দেয়—এদের বলা হয় থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ (Thrombolytic agents)। যেমন—স্ট্রেপটোকাইনেস, ইউরোকাইনেস প্রভৃতি।

কখনও আবার হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক অবস্থায় বন্ধ করোনারী আর্টারী খোলাবার জন্য বেলুন ফুলিয়ে চিকিৎসা করতে হয় (Primary angioplasty)

সরব্রিটেট (Sorbitrete) :

খুবই বিখ্যাত ওষুধ। অনেকে বুকে কোনো কিছু অনুভূতি হলেই এই ওষুধ নিয়ে নেন।

এটি আসলে একরকমের তাড়াতাড়ি কাজ করা (Rapidly acting) নাইট্রেট।

যাদের ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ আছে, তাদের বুকে ব্যথা বা চাপ ধরা হলে এই ওষুধ জিভের তলায় রেখে দিলে (sublingually) তাৎক্ষণিক আরাম হয়। একবারে কাজ না হলে কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি(Coronary Angiography) :

এই কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এটি আসলে কোনো চিকিৎসা নয়, পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি কী রকম হবে তা ঠিক করার জন্য একটি রোগ নির্ণায়ক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে করোনারী আর্টারিগুলির অবস্থা কেমন, কোনো blockage আছে কিনা, তা দেখা হয়। এক্ষেত্রে কুঁচকি বা হাতের ধমনীতে ডাই (Dye) ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয় এবং এই ডাই করোনারী আর্টারিতে গিয়ে পৌঁছোয়। ক্যাথেটার-এর গাইড ওয়ারের সাহায্যে এই কাজ করা হয়। ইঞ্জেকশন দেবার আগে ওই জায়গা লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার (Local Anaesthesia) সাহায্যে অবশ করে দেওয়া হয়, রোগী পুরোপুরি সজ্ঞানে থাকে।

এরপর, এই ডাই কীভাবে করোনারী আর্টারির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কোথাও কোনো ব্লক (Block) আছে কিনা, তা সি-আরম (C-arm) যন্ত্রের সাহায্যে পর্দায় (screen) দেখা যায়। এরপর ক্যাথেটার বার করে নেওয়া হয় এবং ওই জায়গায় কিছুক্ষণ ভারী কিছু (sandbag) চাপিয়ে রাখা হয়। সাধারণত রোগীকে একরাত্রির রেখে পরের দিন ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

করোনারী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (Coronary Angioplasty) :

করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার পর যদি দেখা যায় প্রধান তিনটি করোনা রী আর্টারির মধ্যে একটিতে ভালোমতো ব্লকেজ আছে (৭০ শতাংশের বেশি, Single Vessel Disease) তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি আর্টারি (Double Vessel Disease) যা তিনটি আর্টারি (Triple Vessel Disease) বন্ধ থাকলে বিশেষতঃ, যখন বাইপাস সার্জারি করা যায় না, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়।

এক্ষেত্রে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির মতোই ওই জায়গা অবশ করে গাইড ওয়ারের সাহায্যে বেলুন লাগানো ক্যাথেটার প্রবেশ করানো হয় ব্লকেজের মধ্যে এবং বেলুন ফুরিয়ে দেওয়া হয়। এরফলে ওই করোনারী আর্টারির ব্লকেজ খুলে যায়। এক্ষেত্রেও করোনারী আর্টারি পর্দায় (screen) এ দেখা যায় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে।

এরপর, এই আর্টারিকে খোলা রাখবার জন্য এর মধ্যে টেস্ট (stent), অর্থাৎ একপ্রকার শক্ত টিউবের মতো জিনিস প্রবেশ করিয়ে স্থাপন করা হয়।

এই স্টেন্টের মধ্যে যদি কোনো ওষুধ দেওয়া না থাকে, তবে তাকে বেয়ার মেটাল স্টেন্ট (Bare Metal Stent) বলা হয়।

তবে এর থেকেও ভাল হল ওষুধ দেওয়া স্টেন্ট (Drug Eluting Stents)।

এই স্টেন্টের ভেতরে ওষুধ দেওয়া থাকে, যা পুনরায় ব্লকেজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। এইজন্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই স্টেন্ট ব্যবহার করা হয়।

বাইপাস সার্জারি (Bypass Surgery):

CABG-Coronary Artery Bypass Grafting

এটি একটি অপারেশন এবং এতে রোগীকে পুরো অজ্ঞান করতে হয়, অর্থাৎ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া (General Anaesthesia) লাগে।

আমরা প্রায়ই শুনি অমুক লোকের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আসলে কি, তা অনেকেরই জানা নেই।

সাধারণতঃ করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার পর যদি দেখা যায় তিনটি (Triple Vessel disease) বা দুটি (Double vessel disease) করোনারী আর্টারিতে ব্লকেজ আছে, তাহলে বাইপাস সার্জারি করা হয়। কিন্তু যদি রোগীর অবস্থা অপারেশন করার মতো হয়, তবে বা রোগী অপারেশন করতে ইচ্ছুক না হয়, Triple Vessel angioplasty বা Double Vessel angioplasty করা হয়।

এই অপারেশনে বাধাপ্রাপ্ত (Blocked) করোনারী আর্টারির সঙ্গে একটি স্বাভাবিক আর্টারির সংযোগস্থাপন করা হয়, ফলে ঐ বাধাপ্রাপ্ত আর্টারিতে রক্ত চলাচল সঠিক মাত্রায় হতে পারে এবং হার্টের পেশী ঠিকঠাক রক্তের যোগান পায়।

এই সংযোগস্থাপনের জন্য পা থেকে (Saphenous vein) অথবা বুক থেকে (Internal Mammary Artery) রক্তনালী নেওয়া হয়।

এটি একটি খুবই কার্যকরী প্রক্রিয়া এবং রোগী অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে।

কখনও কখনও পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার বাইপাস সার্জারি করার দরকার হয়।

সম্পাদকীয়

ক্ষিপ্রতায় বহুবচন

ভারতের সংবিধান আইনত লাঘু হওয়ার পর এতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ৫ আগস্টের ব্যবস্থাটি। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং সংবিধান লাভের সময় থেকে শুরু করে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘসময় ধরে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ছিল একটি পৃথক সাংবিধানিক কার্যধারা। এখন সেসব অতীতের গর্ভে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা এই রাজ্যকে একটি পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে জম্মু-কাশ্মীর যে পার্থক্য রচনা করেছিল, সংবিধানের ৩৫এ ধারানুসারে কাশ্মীরের ভূমিপুত্ররা কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিলেন—তা এখন ইতিহাস। কেন্দ্র একটি অস্ত্রপ্রয়োগ করে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হল। কাশ্মীরে বসবাসকারী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবং পাকিস্তানে বসে যারা হামলার মদত যোগান দিত, তাদের কাছে একটি কঠিন বার্তা পৌঁছাল। জম্মু-কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, কোন বিদেশি শক্তির নাক-গলানোটা কেন্দ্রীয় সরকার সহ্য করবে না। দেশের অভ্যন্তরেও একটা বার্তা খুব সুনির্দিষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়ল, জম্মু-কাশ্মীরকে আর পৃথক চোখে দেখবার কোনও প্রশ্নই নেই। দশকের পর দশক ধরে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই জারি ছিল। সেখানে চটজলদি এই পরিবর্তনের ফলে ক্ষোভের আগুন কি এত সহজেই প্রশমিত হবে? ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—এরকম ভাবনার অবকাশ বোধ হয় নেই।

অন্যদিকে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তিকে ঐতিহাসিক বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ প্রথম থেকে এই ধারাটি নাকি পরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তনশীল তাকে পাল্টানোটা কেন ঐতিহাসিক হতে যাবে! এই উত্তর দেশের স্বাধীনতার ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির শর্ত হিসেবেই একটি পৃথক মর্যাদার অঙ্গীকার হিসেবে এই ধারাটির জন্ম। লাগাতার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর চলেছে। সেখানে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার কোনও স্থান নেই। কারণ কাশ্মীর নিয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে 'ঐক্যমত' হওয়ার সম্ভাবনা বিলীন। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে নিদেনপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে আলোচনার জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে পারতো। অন্ততঃ গণতান্ত্রিক রীতির একটা ছাপ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে থাকলে ভালো হত। রাজনীতি তার পথ ধরে চলবে এটাই স্বাভাবিক। উপত্যকার জীবনকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে হবে। এই কথাটা এখন আলাদা করে বলা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিবেশবাদের গন্ধটা যেন কাশ্মীরিদের গায়ে স্পর্শ না করে, তাও দেখতে হবে।

জ্ঞান

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তি

যেমন বাতাসকে আমরা জানতে পারি স্পর্শের মাধ্যমে। এইসব মাধ্যমে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। তন্মাত্র গ্রহণ তথা দেখার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। স্নায়ুতন্তুতে ত্রুটি থাকতে পারে। স্পন্দনে ত্রুটি থাকতে পারে। এমনকি স্নায়ুকোষেও ত্রুটি থাকতে পারে। তাই বাহ্যবস্তুর আত্মস্থীকরণ ক্রিয়া কখনও সম্পূর্ণ রূপে হয় না। তাই অপরাজ্ঞান কখনও পর্ণ জ্ঞান নয়। মনে কর, একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা সাদা রঙের গোরু বলে প্রতিভাত হচ্ছে, একজন ন্যাবা রোগীর কাছে তা হলদে রঙের গোরু রূপে প্রতিভাত হবে। কেননা ন্যাবা রোগীর শারীরিক ত্রুটি রয়েছে, চোখের দোষ রয়েছে। তাই অপরাজ্ঞান কখনই পূর্ণজ্ঞান নয়।

আর এক প্রকারের জ্ঞান হ'ল—পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান কী? এটা আত্মস্থীকৃত জ্ঞান নয়, এটা হ'ল কর্তৃত্বমূলক জ্ঞান। তাই অপরাজ্ঞান হ'ল বাহ্যবস্তুর আত্মস্থীকরণ আর পরাজ্ঞান হ'ল বিষয়ীকৃত সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান। এই জ্ঞান আত্মস্থীকৃত বস্তুভাব বা কর্মভাবের জ্ঞান নয়। পরাজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী হয়? পরাজ্ঞান জ্ঞানের বিষয় বাহ্য বস্তুভাব নয়, এখানে জ্ঞানের বিষয় আন্তরিক চৈতন্য। অভ্যন্তরীণ আত্মাই এখানে বিষয়। এই আভ্যন্তরীণ আত্মা বাস্তবিক পক্ষে পরম কর্তৃত্বভাব যুক্ত। এই কারণে এই ধরনের জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলা হয়। আত্মস্থীকৃত জ্ঞান বলা হয় না।

উইনস্টন চার্চিল — যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি একবারই নিহত হতে পারেন। রাজনীতিতে বহুবার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — মানুষকে ভালোবাসলাম, যে মানুষে আর ভগবানে ভেদ রইল না, আমার ভগবানকে ভালোবাসা হয়ে গেল।

মাসতামামি

১ সেপ্টেম্বর — শান্তি এবং যুদ্ধ বিরোধী ঐক্য দিবস।
ইন্ডিয়ান স্টান্ডার্ড টাইম চালু ১৯৪৭।
জীবন বিমা কর্পোরেশন চালু ১৯৫৬।

২ সেপ্টেম্বর — ভিয়েতনামকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৪৫।
ভারতে অন্তবর্তী সরকার গঠন ১৯৪৫।
নন্দন ফিল্ম সেন্টার চালু হল ১৯৮৫।

৩ সেপ্টেম্বর — হো চি মিন-এর প্রয়াণ—১৯৬৯।
ম্যাটিনি আইডল উত্তম কুমারের জন্ম ১৯২৬

৪ সেপ্টেম্বর — লেখক এস ওয়াজেদ আলির জন্ম ১৮৯০।
দাদাভাই নরোজির জন্ম ১৮২৫।
কার্টুনিস্ট শংকরণ কুট্টির জন্ম ১৯২১।

৫ সেপ্টেম্বর — জাতীয় শিক্ষক দিবস।
ঐতিহাসিক বিশ্বশান্তি সম্মেলন শুরু ব্রাসেলসে ১৯৩৬।

৬ সেপ্টেম্বর — ইনসুলিনের আবিষ্কারক জন জেমস ম্যাকলয়েড-এর জন্ম ১৮৭৬।

৭ সেপ্টেম্বর — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪।

৮ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস।
ইন্দো-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু ১৯৬২।
ডঃ ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬।

৯ সেপ্টেম্বর — মাও সেতুং-এর প্রয়াণ ১৯৭৬।
লিও টলস্টয়-এর জন্ম ১৮২৪।
সংগীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের প্রয়াণ ২০১৪।

১০ সেপ্টেম্বর — গোবিন্দ বল্লভ পন্থ-এর জন্ম ১৮৮৭।
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দুটি পৃথক রাজ্য গঠন ১৯৬৬।

১১ সেপ্টেম্বর — ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভস্মীভূত ২০১১।
আচার্য্য বিনোবা ভাবের জন্ম ১৮৯৫।
চিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু ১৮৯৩।

১২ সেপ্টেম্বর — বিপ্লবী গদর-এর ফাঁসী ১৯১৫।
কোরিয়াতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮।

১৩ সেপ্টেম্বর — তেলেঙ্গানায় আন্দোলনে পুলিশের অত্যাচার ১৯৪৮।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলির জন্ম ১৯০৪।

১৪ সেপ্টেম্বর — জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করল ব্রিটেন ১৭৫২।
লুনা-২-এর চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১৯৫৯।

১৫ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস।
আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৮৯০।
দিল্লিতে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান শুরু ১৯৫৯।

১৬ সেপ্টেম্বর — নিউইয়র্কে প্রথম চালু হল জেরক্স মেশিন ১৯৫৯।
কবি দীনেশ দাস-এর জন্ম ১৯১৩।

১৭ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় প্রথম এলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩।
ডি এম কে দলের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯।

১৮ সেপ্টেম্বর — সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজির অনশন শুরু ১৯২৪।
আমেরিকায় ব্যাঙ্ক গুলোতে ধস ১৮৭৩।

১৯ সেপ্টেম্বর — বার্মায় সেনা বিদ্রোহ ১৯৮৮।
চিকাগো ধর্ম সম্মেলন স্বামীজির বক্তৃতা ১৮৯৩।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জল চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৬১।

২০ সেপ্টেম্বর — সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালীন দিল্লি পুনরুদ্ধার করল ব্রিটিশ সেনা ১৮৫৭।
নেদারল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান ১৯১৯।

২১ সেপ্টেম্বর — পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর ১৯৭৭।
ডিমিত্রভের বিচার শুরু ১৯৩৩।

২২ সেপ্টেম্বর — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ১৫৯৯।
বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম ১৭৯১।

২৩ সেপ্টেম্বর — পাবলো নেরুদাকে হত্যা ১৯৭৩।
ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের সমাপ্তি ১৯৬৫।

২৪ সেপ্টেম্বর — বম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ পুরসভা এবং মেয়র কোর্ট স্থাপনের অনুমতি পেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭২৬।

২৫ সেপ্টেম্বর — জাতীয় ন্যায় দিবস।
সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যাটম বোম বিস্ফোরণের কথা জানাল ১৯৪৯।
শেষবারের মত ভারতে এলেন ভাস্কো-দা-গামা ১৫২৪।

২৬ সেপ্টেম্বর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২৪।
রানী রাসমনীর জন্ম ১৭৯৩।
সমকাজে সম মজুরি নিয়ে অর্ডিন্যান্স জারি ১৯৭৫।

২৭ সেপ্টেম্বর — ইতালির চিত্র পরিচালক অ্যান্টোনিওনি মাইকেল অ্যাঞ্জোলোর জন্ম ১৯১২।
চিনে ভূমিকম্পে সাড়ে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯২০।

২৮ সেপ্টেম্বর — বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর জন্ম ১৯০৭।
পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ১৯৭৮।

২৯ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম তৈরি হল ১৯৬২।
গঙ্গার জল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭।

৩০ সেপ্টেম্বর — জাপানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ১৯৯০।
মহারাষ্ট্রের লাতুরে ভূমিকম্পে দশ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৯৩।

চার দেওয়ালের মধ্যেই জন্ম নেয় হিংসা

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

হিংসার জন্ম বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই। হিংস্রতার অনুশীলন শুরু হয় শৈশব থেকেই। ফলে হিংসা নিয়ে চর্চা করতে গেলেই প্রথমেই আদ্যোপ্রান্ত নিজেকে সংশোধন করতে হবে। সেই কাজে ঢিলেমি রয়েছে বলেই হিংসা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বত্র খুব বীভৎসতা নিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। সভ্যতার বয়স বেড়ে চলেছে। পৃথিবী খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে কিন্তু হিংস্রতার প্রকোপ এতটুকুও কমেনি। বরং সে নতুন আদলে দেখা দিচ্ছে সমাজের সর্বত্র। মানুষকে নিয়েই এই সমাজ। সেই মানুষের মধ্যে কোথা থেকে আসছে এত হিংসা, নৃশংসতা আর আগ্রাসন? শিশুদের মনের ওপর তার প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে।

ভোর থেকে শুরু করে রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ জেগে থাকার সময়টাতে মানুষ বিভিন্ন রকম অনুভূতির মধে দিয়ে যায়। এর মধ্যে থাকে উৎকণ্ঠা, হতাশা, বিরক্তি, ঘৃণা, সন্দেহ, ক্রোধ, অসহায়তা, ভয়। এগুলো সবই নেগেটিভ বা নেতিবাচক অনুভূতি। এই অনুভূতিগুলোই জমতে থাকে মনের মধ্যে। জমে থাকা জিনিসই একদিন বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণে কাজ করে আবেগ। মানুষের আচরণের মধ্যে জমে থাকা অনুভূতিগুলোর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এই বিস্ফোরণ অধিকাংশ সময়েই তার পরিচিত সীমানার বাইরে চলে যায়। কিন্তু যেখানে হিংসা সমষ্টিগত সেখানে কিছু কিছু মানুষ তাকে বিস্ফোরণ ঘটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজনৈতিক স্বার্থে বা অন্যকে ঠকিয়ে কিছু পাওয়ার স্বার্থে। এর ফলেই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হিংসা বিশাল ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু যখন মাটিতে বা মেঝেতে পড়ে যায় তখন তার অভিভাবকরা সেই মাটি বা

মেঝেকে দোষারোপ করে সেখানে আঘাত করে শিশুকে ঠান্ডা করে। আমরা একবারও ভাবিনা যে এই কাজটা করার ফলে শিশু মনে তার প্রভাব পড়বে। অর্থাৎ অক্ষমতার দায় অন্যের ওপর চাপাবার শিক্ষাটা কুসুম মনের ভেতর আমরাই প্রোথিত করে দিলাম। শৈশব থেকে কৈশোরের পথে যাত্রার সময় আমরা তাদের সামনে হাজির করে দিয়েছি টেলিভিশন, কার্টুন। এসবের মধ্যে অধিকাংশই হিংস্রতা আর ক্ষমতা জাহির বা ক্ষমতা দখলের বিষয়ে পরিপূর্ণ। এসব দেখতে দেখতে কিশোর মন অত্যন্ত সাহসী হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে ঢুকে পড়ে কম্পিউটার গেম-এ, যার মধ্যে পুরোটাই রয়েছে দখলের রাজনীতি আর প্রতিহিংসা। আমরাই তো শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছি পিস্তল, গদা, রাইফেল, মেশিন গান, তির-ধনুক আরও কতরকমের অস্ত্র। ফলে অপরিণত বয়সেই শিশুরা আগ্রাসন আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শিক্ষাটা পেয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে বাড়ির অথবা পরিবারের সদস্য বা পরিচিতজনদের কাছ থেকে, কাকু, জেঠু, শিক্ষকদের মধ্য থেকে ক্রোধের বিভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে এইসব শিশু-কিশোরের দল। সেখানে প্রতি পলে প্রকাশ পাচ্ছে নির্মমতা ও হিংস্রতা। ইদানীং পারিবারিক অসন্তোষ বা বিভিন্ন স্কুলের ঘটনাই তো এসবের নির্ভেজাল সাক্ষী। কিশোর বয়সে সংবাদপত্রের খবর, টেলিভিশনের পর্দায় রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সংলাপ ও আচরণের মধ্যে দিয়ে তার মনের ভেতর জমে থাকা অভিজ্ঞতা গুলো পুষ্টি পেতে থাকে। মিলে যায় পাড়ার দাদার আচরণের সঙ্গে ফিল্মে ভিলেনের আচরণ। এবার সেই অভিজ্ঞতাকে ফলিত রূপ দিতে শুরু হয়ে যায় অনুশীলন। বিপদটার শুরু এখান থেকেই। ফলস্বরূপ কোনও মারামারি, খুন, বোমাবাজির ঘটনায় এখন আর কিশোর মনে তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করে না বলেই সে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অকুস্থলে দাড়িয়ে থাকে। মনে তেমন ভয় বা আতঙ্কের চিহ্ন দেখা যায় না।

ধর্মীয় জিগিরকেও শিশু মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। ভিন্ন মত, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষার প্রতিবিদ্বেষ, ভালো-মন্দকে ফলাও করে দেখানো হচ্ছে। পরিবারের ভেতরেও এসব চলে। বংশানুক্রমিক চলে আসছে এ জিনিস। 'এ ভালো না', 'ও ভালো' ইত্যাদি। কাউকে ঘৃণার চোখে দেখা, কাউকে সন্দেহের চোখে দেখা। কাউকে 'খারাপ' বলে চিহ্নিত করে দেওয়া—বড়দের মুখে এসব শুনে শুনেই বড় হয় শিশু। মনের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ে বলেই শিশুর চাল চলনেও তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। পরে দেখা যায় সেই শিশুই তার বন্ধুদের সঙ্গে ভিন্নতর আচরণ করছে। বিদ্যালয়ের ভেতরেও এই বিষ ঢুকে যায়।

গোটা বিষয়টাই একটা মেগা সিরিয়ালের মত। চলছে তো চলছেই। ঘৃণা, বিদ্বেষ হিংসার প্রশিক্ষণ কোথাও প্রকাশ্যে আবার কোথাও গোপনে চলছেই। তা বাইরে যেমন, পরিবারের মধ্যেও রয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির খাতিরে তীব্রতার তারতম্য ঘটে থাকে। রাজনীতিতে এর প্রয়োগ খুবই মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে। পরিবারের পরিসরের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া এই নেতিবাচক বিষয়গুলোই 'রাজনীতি' নামক 'স্টেরয়েড'-র পাল্লায় পড়ে মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে আনছে। আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি একেকটি শিরোনামে।

হিংসা মানেই প্রতিহিংসা। এই দুটি রিপুকে দমন করতে পারে নৈতিকতা, মানবিকতা ও সংবেদনশীলতার রূপ, রস, গন্ধে ভরা সাহসী মন।

দেশের আর্থিক শ্লথগতি কাটাতে পারবে না বাজেট

কিশোরকুমার বিশ্বাস

দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার নামতে নামতে এসে ৬.৪% -এ পৌঁছেছে। গত অর্ধবর্ষের শেষে। আশা ছিল বাজেটের মাধ্যমে আর্থিক বৃদ্ধির গতি কিছুটা বাড়াবার চেষ্টা করা হবে। একটা জনবহুল দেশে বেকারী বৃদ্ধি অত্যন্ত চিন্তার কারণ। তবু এই বাজেটে এ বিষয়ে সেরকম কিছু চোখে পড়ছে না যা দিয়ে এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা যায়।

কৃষিতে প্রকৃত বিনিয়োগ বাড়লই না বরং কমে। যাচ্ছে ২০১১-১২-র মুদ্রার মানের হিসাবে ২০১৪ অর্থবর্ষে কৃষিতে প্রকৃত অর্থবর্ষে কৃষিতে প্রকৃত বিনিয়োগ ছিল ২,৮৪,৪২৪ কোটি টাকা ২০১৮ অর্থবর্ষে তা নেমে এসেছে ২,৭৩,৭৫৫ কোটি টাকায়। এটা ঠিকই সরাসরি উপভোক্তাদের বাঙ্কে টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করার পরিমাণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষিতে প্রকৃত বিনিয়োগ কমছে। আর এটাই হল কৃষির একটা বড় সমস্যা। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বহু বড় করে ঢাক পেটানোর পরিকল্পনা। কৃষকের আয় ২ বছরে দ্বিগুণ করার কথা বাজেটে শোনা গেলনা। এটা যে অসম্ভব হয়ে গেছে তা কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পারছে।

এবারের বাজেটে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে যা ছিল ৬১,০৮৪ কোটি টাকা অর্থবর্ষ ২০২০ তে তা ধার্য করা হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকায়। গ্রামীণ পরিকাঠামো বাবদ খরচ ও কমে গেছে এবারের বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় খরচ ২০১৯অর্থবর্ষের ১৫,৯৯৫ কোটি থেকে ২০২০ অর্থবর্ষে কমিয়ে ১৪,২২৩ কোটিতে আনা হয়েছে। গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রে যে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে তার জন্য PMKISAN-ই মূলকথা। যেখানে কৃষকদের সরাসরি ভর্তুকি পাঠানো হবে। ফলে দীর্ঘকালীন কৃষি উন্নতির বিষয়টি ব্যাহত হওয়ার প্রবণতা থাকছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বাজেট বরাদ্দের মধ্য দিয়ে দেশের ক্ষয়িষ্ণু অর্থব্যবস্থা, বেকারি, দেশের চাহিদার ঘাটতি ইত্যাদি মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দেওয়ার আশা বাস্তবায়িত হল না।

বিদেশি মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার চিন্তা না করাই ভাল

সরকারের কর বাবদ আয় লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে আছে। গত অর্থবৎসর ২০১৯-এ। অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ একেবারে কমে গেছে। বিনিয়োগ করে লাভের টাকা একেবারে তলানিতে। এই কারণে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির ধারা ধরে রাখতে সরকারি খরচের পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে মোদি সরকারকে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে টাকা। প্রকাশ্যে বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের ৩.৩ শতাংশ বা ৩.৪ শতাংশ দেখালেও আসল ঘাটতি অনেক বেশি। কারণ বাজেট বহির্ভূত ঘাটতি যে অনেক বড়ো। রাজ্য সরকারগুলোর বাজেট ঘাটতি ধরলে দেশের জাতীয় আয়ের ৮.৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

তাই ঘাটতি পূরণ করতে বিদেশে বন্ড বিক্রি করে বিদেশি মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই বহু বিরোধিতা এসেছে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কয়েকজন প্রাক্তন গভর্নর-রঘুরাম রাজন, ওয়াই ভি রেড্ডি এবং সি রঙ্গরাজন এই পরিকল্পনায় আশংকা প্রকাশ করেছেন। এমনকি বিজেপির ঘনিষ্ঠ মহল থেকে সাবধান করা হচ্ছে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য। আসলে আশংকা কোথায়?

আশংকা হল যদি বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে রূপির হার বিনিময় বেড়ে যায় তবে পরিশোধের সময় অনেক বেশি টাকা গুণতে হতে পারে। এর ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রীর দেশীয় অর্থ ব্যবস্থা টাল মাটাল হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা রথীন রায় বলেছেন, অতীতে যে যে দেশ এই পথে হেটেছে তাদের প্রত্যেকেরই ফল ভুগতে হয়েছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা তুরস্ক, গ্রিস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের দিকে তাকিয়ে ভারতের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এখানে সুদের হার কম, দেশে বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার বেশ বড়—এতে আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই অন্য পথও দেখিয়েছেন কীভাবে তা করা যায়।

পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে উত্তোলন

ভারত বিশাল দেশ। তার পরিকাঠামো উন্নয়নই এখনো আশানুরূপ নয়। এটা একটা উন্নয়নশীল দেশ। তাই উন্নয়নের বহুকিছুই বাকি আছে। উন্নতদেশের উন্নয়নের অনেক কিছুই ইতিপূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে। তাই তাদের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে পারলেই জনগণ সুখে থাকবে। ভারতের মাথা পিছু আয় উন্নত দেশগুলোর মাথা পিছু আয়ের ২০ ভাগের একভাগ বা ১৫ বা ১২ ভাগের এক ভাগ। তাই যখন শুনি ভারত ফ্রান্সের চেয়ে বড়ো অর্থ ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং জার্মানীর চেয়ে বড় এবং আগামী দিনে UK -র চেয়ে বড় অর্থব্যবস্থা হতে চলেছে। তাতে কিছু মানুষের সবটা বুঝতে খুব আনন্দ হয়। মনে হয় ভারত কী হল বা হতে চলেছে।

তাই আগামী ৫ বছরে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন (লক্ষ কোটি) অর্থ ব্যবস্থা হয়তো হতেই পারে। তবে তা অর্জন করতে হলে ভারতকে ৯/১০ শতাংশের কাছে বৃদ্ধির হার তুলে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য সঞ্চয়ের হার প্রায় আরো ১০% বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে বিনিয়োগের হার। দেশের আরো সমৃদ্ধ হতে গেলে ভারতের প্রবণতার গুরুত্ব থেকে বিনিয়োগ-সঞ্চয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে বর্তমান বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ৭% হারেও বাড়ে তার পরের ২০২১ সালে যদি আরো কিছুটা বেশি হারে বাড়ে তবে শেষের ৩ বছর double digit হারে বৃদ্ধি না হলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়।

কিন্তু এই অর্থবর্ষেই বৃদ্ধির হার ৬.৫% এর উপরে হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৃদ্ধির হার যাইহোক, এই ৫ ট্রিলিয়ন স্পর্শকথার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের চরিত্র কী হবে কিছুই বলা হয়নি কোথাও। অর্থাৎ এই উন্নয়ন কি শিক্ষার মান ভাল করবে? মানুষের স্বাস্থ্য কি আরো ভাল হবে? আর্থিক অসাম্য ভীষণমাত্রায় আছে তা কি কমবে না কি বড়লোক আরও ধনী হবে? এই বিষয়গুলোই আসল প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকার এই আসল প্রশ্নগুলোতে চোখের লাগার মত নীরব।

এবার পুজোয় কাশ্মীরে

পারিজাত বোস

কাশ্মীর নিয়ে আমাদের কতরকম ভাবনা। সবই ভ্রমণ কেন্দ্রিক। কবে যাব ভূস্বর্গে? মনে মনে একটা ঘুরে আসার পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল কত আনন্দ। এখনও তা আছে। এছাড়া কাশ্মীর নিয়ে আমরা সকলেই বেশ উদাসীন। হঠাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ধারার রদবদলের পরে কাশ্মীর নিয়ে আমাদের সকলের ভাবনা হঠাৎ পাল্টে গেছে। এখন আমরা সকলেই কাশ্মীরের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণভাবে ভাবতে শুরু করেছি। বর্তমানে ইন্টারনেটের পরিষেবায় লাগাম দেওয়ার জন্য কাশ্মীর নিয়ে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান একটু কম হচ্ছে।

গোটা কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কেন এত উদাসীন? এখানকার সব খবরই তো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছে। সেনাবাহিনীকে তাড়াতে পাথর ছুড়ছে কাশ্মীরের মানুষ। আবার সেই পাথর থেকে বাঁচতে সেনারা কাশ্মীরি শিল্পী ফারুক আহমেদ দারকে গাড়ির সামনে বেঁধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। বরফ আবৃত কাশ্মীরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে সেনাবাহিনী। অহর্নিশি কাঁটাতারের বেড়ায় টহল দিচ্ছে তাঁরা। কাশ্মীরে সকলের চেনা নাবালক অভিনেতাকে জঙ্গি সন্দেহে ধরে নিয়ে গেছে সেনারা। জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর গুলিতে মরছে আর তা নিয়ে শোকজ্ঞাপন করছে গোটা উপত্যকা। এরকম আরও কত খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। এসব খবর আমরা সবাই পড়েছি, ব্যস এটুকুই। পাশাপাশি উপত্যকায় প্রায় ৩০০০ বেনামি কাশ্মীরি মৃতদেহ সেনাবাহিনীর কব্জায় রয়েছে অথবা একরাতে গ্রামের মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চলেছে বা সেখানে প্রায় কুড়ি হাজার কাশ্মীরিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এসব খবরকেও আমরা তেমন পাত্তা দিই না। হয়তো এলাকার দু'একটা কাশ্মীরি শালওয়ালাদের ডেকে বলেছি, 'ভাই তোমাদের ওখানে যা চলছে!'

আবার এর অন্যদিকটা নিয়ে যদি ভাবি। কাগজে বেশি পাথর ছোঁড়ার ছবি আসছে না। ট্রাভেল এজেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি দেখা যায় কাশ্মীরের অবস্থা ভালো, তখনই ফের মনের ভেতর থেকে সেই ইচ্ছেটা ফোটানো দুধের মতো উথলে ওঠে। আরে! কাশ্মীরটা দেখা হয়নি, এল টি সি জমে যাচ্ছে—এবারে তাহলে কাশ্মীরে যাবই। পুজোয় তাহলে 'চল কাশ্মীর'। এবার পুজোয় না হলেও সামনের বারে তো যাচ্ছিই।

সংবিধানের ধারা বদলের পর বোধহয় কাশ্মীরটা অনেক পাল্টে গেছে। নিশ্চিন্তে এবার কাশ্মীর যাওয়া যাবে। আগস্ট মাস জুড়ে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ তো সেকথাই বলছে। কী আনন্দ! সংবিধানের একটা বিশেষ ধারা সম্পর্কে আমাদের কত জ্ঞান। আমরা রাজা হরি সিংহ বা মাউন্টব্যাটেন সম্পর্কে কত কিছু জানি, নিজেরাই এতদিন টের পাই নি। কাশ্মীরের লোকেরা কোনও কাজ করেন না, শুধু ইট পাটকেল ছোড়েন। কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান এবং পোশাক কেনার সময় তো এত ভাবিনি। আমাদের এখন জাতীয় কর্তব্য হচ্ছে কাশ্মীরকে ভালোলাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি ইত্যাদি। কাশ্মীরি বলতেই তো একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা ভেসে ওঠে। এই যা! মনে পড়েছে— কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তো এক সময় তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, থুড়ি বিতাড়িত বলা ভাল। কাশ্মীরের আবার আলাদা পতাকা রয়েছে, যেমন আমাদের অন্য কিছু রাজ্যেরও রয়েছে। মার্কসের তত্ত্বে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের পর সিন্থেসিস হয়। বদলে যায় সমাজ। এখন কিন্তু তার চরিত্র বদলেছে। এখন থিসিসের সঙ্গে অ্যান্টিথিসিসের বিক্রিয়াতে আবার নতুন থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে যা ঘটছে তা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয় না। কাশ্মীরও তাই। কোনও ক্লাইম্যাক্স নেই। যখনই আমরা ভাবতে শুরু করেছি, এবার বুঝি অন্তিম দৃশ্য দেখছি, কিন্তু কাশ্মীর ফের নতুন বাঁকে ঢুকে পড়ল।

এই পতাকাটা ১৯৫২ সালে নেহেরু এবং শেখ আবদুল্লার মধ্যে 'দিল্লি এগ্রিমেন্ট' করে গ্রহণ করা হয়েছিল। যেভাবে দেশভাগের সময় হয়েছিল, আপনি এখানে আর দাদুর বাড়িটা বাংলাদেশে। এসব নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। আফসানা ফারুকেরও নয়। আফসানার বয়স ১৪। গুরুতর আহত হয়ে এখন শ্রীনগরে হাসপাতালে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের নেওয়া ছবিতে আফসানাকে দেখা গেছে। কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে কাশ্মীর স্বাভাবিক হবে বলে বিশ্বাস দেশনেতাদের। কিন্তু গান পয়েন্টের সামনে যে ছবি দেখা যাচ্ছে, তা কি সত্যিই কাম্য! সদ্য পালিত হল কোরবান ইদ। যখন মানুষ রাস্তায় বের হলেন বাজার করতে হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারি করা হল। প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটলেন সকলে বাড়ির দিকে। নিজের দেশেই বন্দী তারা। বিধ্বস্ত ও আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কাশ্মীর যেন এক অজানা দ্বীপ। যেমন—উরি, পুলওয়ামা, তেমনিই আমাদের সাধের কাশ্মীর। এবার পুজোয় না হোক, পরের পুজোয় যাবই কাশ্মীর। বিজনেস সামিট হতে চলেছে কাশ্মীরে। বৃহৎ শিল্পপতিরা কাশ্মীরে বিনিয়োগ করার জন্য নাকি মুখিয়ে রয়েছেন। দিন যত যাবে কাশ্মীরের আনাচে কানাচে ভরে উঠবে বড় বড় কারখানার শেড, ঝা চকচকে কর্পোরেট অফিস। নৈসর্গিক দৃশ্যপট বদলে কাশ্মীর হয়ে উঠবে শিল্পনগরী। ভ্রমণ পিপাসুদের পছন্দের জায়গায় গড়ে উঠবে হাব। কাশ্মীর কী অপরূপা হবে, ভাবলেই গা যেন ছমছম করে উঠছে। পুরনো দগদগে ঘা শুকিয়ে নতুন চামড়ায় ঢাকবে পাহাড় এবং নদীর অপরূপ দৃশ্য। যদি কাশ্মীরের আহ্বানে কেউ সাড়া না দেয়, তবে আমি একলাই যাব কাশ্মীরে, একথার নড়চড় হবে না।

৩৭০ ধারা রদ করা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা বিভ্রান্ত, জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। বিষয়টি ঠিক এরকম—ভবিষ্যতে হয়ত শুনতে হতে পারে, বিয়ে ঠিক করার সময় বাবা মেয়ের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। এখন তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দিলে কার কী বা এসে যায়! এই ধারা বাতিল করা নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রয়েছে বলেই, সেটা ঠিক কাজ, এই যুক্তিও ঠিক নয়। তাহলে জিওদার্নো ব্রুনো প্রথম প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘুরছে। সেই ব্রুনোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের দল জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। হিটলার তো সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। পরের পর্বটুকু আমরা সকলেই জানি।

'যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।' কাশ্মীরের মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে জাতীয়তা বাদীদের অসীম আনন্দ। এই প্রবাদবাক্যটুকুতেই সব বলা হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় পরে কাশ্মীরিরা 'মুক্তির স্বাদ' পাবে এবং অবশিষ্ট ভারতের মত কাশ্মীরও 'উন্নয়নের আলোকে আলোকিত হবে।' তবে কি কাশ্মীর একটা 'অনুন্নত অঞ্চল?' সাধারণত মানুষ অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। আর এখানে ঠিক তার উল্টোটা দেখা যাচ্ছে। সভ্যতার ইতিহাস কী তবে উল্টো পথে চলছে? যাবতীয় পরিসংখ্যান মেলালে দেখা যাবে, কাশ্মীর অনেক রাজ্যের থেকে বেশ উন্নত। দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের ভাল-মন্দটা সেখানকার মানুষের চাইতে দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ অনেক বেশি করে বুঝে ফেলেছেন। সত্য সেলুকাস.....

কবিতা

প্রত্যাশা

অনির্বাণ কর

দেশের রাষ্ট্রপতি কিছু সম্মান প্রত্যাশা করেন সমাজের থেকে
প্রধানমন্ত্রীও তাই
রাজ্যের রাজ্যপাল কি মুখ্যমন্ত্রী, তাঁদেরও ওই প্রত্যাশা
ব্যতিক্রম নন শহরের মহানাগরিক
ব্যতিক্রম নন শহরের অভিজাত কি দিন-আনা দিন-খাওয়া নাগরিকরাও—
তবু শুধুই অবহেলায় পড়ে থাকেন আমাদের পাড়ার মিনুদি।
এক প্রায় অন্ধকার ঘরে নিজের বাড়িতে পরবাসী,
মার খেয়ে খেয়ে গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে
মরা কাঠের মতো আজ চেহারা হয়েছে তাঁর।
লক্ষ্মীর ঝাঁপি প্রায় শূন্য
সাতকুলে এখন তাঁর নিজের বলে কেউ নেই
তবু কেউ আছে ওঁর পাশে।
মিনুদি ভাবেন, এমন বেঁচে থাকা বড় লজ্জার
আমি ভাবি, এই লজ্জা সমাজের,
ভারতবর্ষের।
মিনুদি আজ আর কারুর সম্মান প্রত্যাশা করেন না।
বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করেন না
প্রত্যাশা, যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর।

পুজোর আনন্দ

সুজয় ঘোষাল

আসছে পুজো, বাজছে ঢাক,
সবাই মিলে মাকে ডাক।
ছুটছে গাড়ি ছুটছে মানুষ
নেইকো থামা নেইকো হুঁশ।
বইখাতা সব শিকেয় তুলে
সবাই মাতে খেলার ছলে,
পড়াশুনায় চলছে ফাঁকি
পুজোর আর ক'দিন বাকি?
মা মাসিরা হেঁসেল ফেলে
ছুটছে সবাই শপিং মলে,
বুড়ো বুড়ি সব বাঁধন হারা
টিভি দেখেন লাগাম ছাড়া।
আমিও এবার মজায় মাতি
তাই এখানে টানছি ইতি।

স্বপ্ন শহর

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

আধাঁর রাতে ধোঁয়ায় ভরা
স্বপ্ন শহরখানি,
রঙীন মানুষ অলীক ফানুস
হৃদয় মাঝে জানি।
তারার আলো চাঁদের ছটায়
ঝলসে ওঠে চোখ,
মুখোশ পরা বাবুয়ানি
কৃত্রিম সব লোক।
হাসির পাশে ঠোঁটের আগায়
ঝুলতে থাকা ভয়,
মেকী দম্ভে উন্মত্ত
অহং কথা কয়।
কালোর মাঝে তবুও আছে
আলোর ঝরণাধারা,
নিষ্পাপ দুই চোখের তারায়
ভালোবাসা ভরা।।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

১. শ্যামবাজারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। **সম্বর্ধনা** → ২. টালা প্রত্যুষা ক্লাব। ৩. দ্য ওয়েভ (প্রবাহ)। ৪. সিথি বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাব। ৫. ডানকুনি স্পোর্টিং ক্লাব। ৬. চণ্ডীতলা গুপ্ত বারাণসী ক্লাব। ৭. জঙ্গলপাড়া শতদল গ্রামোন্নয়ন সমিতি। ৮. হুগলী সম্পদ। ৯. আঁইয়া মহিষমর্দিনী ক্লাব। ১০. শিবানন্দবাটী যুবক সমিতি। ১১. মুন্সিরহাট জুগনু স্পোর্টিং ক্লাব। সমাপ্তি অনুষ্ঠান → ১২. রাজবলহাট উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের শিবিরে মানুষের ঢল। ১৩. শিবির চলছে। ১৪. শিবিরে বক্তব্য রাখছেন রীতেশ ঘোষ। ১৫. পিউ নৃত্যগোষ্ঠীর নিবেদন। চিত্রগ্রাহক-দেবাশীষ দাস।

স্টেডিয়াম

নবজন্ম হল সোনার মেয়ের

শেষ শটে বাজীমাৎ সিন্ধুর।

বাসেল-মাত্র ৩৭ মিনিট। ইতিহাস গড়লেন পুসরলা বেঙ্কট সিন্ধু। পোডিয়ামে গলায় সোনার পদক, চোখে আনন্দাশ্রুত ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের।

এটাই বাস্তব। বার বার ফাইনালে গিয়ে হেরে যাওয়ার জন্য 'চোকার' বিশেষণে তাঁকে বিদ্ধ হতে হয়েছিল। সেই বিশেষণকে সঙ্গে করেই ২৫ আগস্ট টেনিসের কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের জন্মস্থান বাসেলে খেলতে নেমেছিলেন সিন্ধু। খেলার শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে একেবারে উড়িয়ে দেন তিনি। প্রতিপক্ষ জাপানের মেয়ে নাওমি ওকুহারা ২০১৭ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সিন্ধু ২১-৭, ২১-৭ জিতলেন। কোর্টের পাশেই বসেছিলেন দ্রোণাচার্য গোপী চাঁদ। দ্বিতীয় গেমে সিন্ধু যখন ২০-৭ এগিয়ে ম্যাচ পয়েন্টে, তখনই গোপীর মুখে হাসি দেখা গেল। মায়ের জন্মদিনেই এই অসাধ্য সাধন করলেন সিন্ধু। সিন্ধুর এই প্রাপ্তির পিছনে অনেক কঠিন লড়াই লুকিয়ে রয়েছে। তিনি গোপীচাঁদের কাছে ট্রেনিং করার পরেও প্রদীপ রাজুর কাছে বিশেষ ট্রেনিং নিতেন। ট্রফির স্বপ্ন যাতে অধরা না থাকে তার জন্য ভিতরে ভিতরে শপথ নিয়েছিলেন সিন্ধু।

মানসী গিরিশচন্দ্র যোশী

বাসেলে একা পি ভি সিন্ধু শুধু নয়, প্যারা ইভেন্টের মেয়েদের বিভাগেও চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের মানসী গিরিশচন্দ্র যোশী। গত বছর জাকার্তায় প্যারা এশিয়াডে ব্রোঞ্জ পান পথ দুর্ঘটনায় পা হারানো মানসী।

নাডা বন্ধের আদেশ

নয়াদিল্লি-জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থা নাডা-র পরীক্ষাগার আগামী ছ'মাসের জন্য বন্ধ করার নির্দেশ দিল বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থা ওয়াডা। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক।

ডুরান্ড অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবার ঘটা করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিশাল এই আনন্দযজ্ঞের পরেই ২১ আগস্ট ডুরান্ড সেমি ফাইনালে তাল কাটল। গোকুলদের কাছে ৩-২ হেরে ডুরান্ড থেকে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি সেমি ফাইনালে রিয়াল কাশ্মীরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলা গড়ায় ট্রাইবেকারে। এদিন নায়ক হয়ে মাঠ ছাড়েন গোকুলমের গোলকিপার উবেইদ সিং। এবারও উবেইদ-এর ইস্টবেঙ্গলে খেলার কথা ছিল।

মধুর প্রতিশোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচেই অঘটন। পিয়ারলেসের কাছে তিন গোলে হারল মোহনবাগান। এদিন পিয়ার লেসের আনসুমানা ক্রোমা, যিনি আগে মোহনবাগানে ছিলেন। তিনি একাই করলেন দুটো গোল। আরেকটি করালেন লক্ষীকান্ত মান্ডিকে দিয়ে। ম্যাচের শেষে পিয়ারলেসের কোচ জহর দাস বললেন, মোহনবাগানকে একাই হারিয়ে দিলেন সাইবেরিয়ার ক্রোমা।

চড়া দাম টিকিটের

টোকিও-আগামী বছরে টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের টিকিটের দাম চড়তে শুরু করেছে। পকেটে ৬০ হাজার ডলার (প্রায় ৪০ লাখ টাকা) থাকলেই পেয়ে যাবেন টোকিও অলিম্পিকের টিকিট। এই দামে টিকিট কিনলে পাবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সমাপ্তি অনুষ্ঠান, ন'দিন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা দেখার সুযোগ। বিলাস বহুল আসন সঙ্গে খাওয়া দাওয়া। নজিরবিহীন দামে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। এর পরে টিকিটের কালোবাজারিও বাড়বে।

প্রণয় জিতলেন

এইচ এস প্রণয়

বাসেল-বিশ্ব মিটের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতের দু'জন শাটলার এইচ এস প্রণয় এবং সাই প্রণীত। এইচ এস প্রণয় হারালেন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিন ডানকে এবং প্রণীত হারালেন কোরিয়ার লি ডং কিউনকে। বাসেলে প্রণয়রে জয় নিঃসন্দেহে একটা বিষয়। প্রণয়ের জয় সহজে আসেনি। প্রথম গেমে প্রণয় জেতেন এবং দ্বিতীয় গেমে লিন ডান জেতেন। তৃতীয় গেমে কার্যত লিনডান হাল ছেড়ে দেন।

কলকাতায় বাদশা

এয়ারপোর্টের বাইরে মজিদ বাসকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইরানের খোরামশায়ার থেকে ১০ আগস্ট গভীর রাতে কলকাতায় নামলেন ভারতীয় ফুলবলের বাদশা মজিদ বাসকর। বিমানবন্দরের বাইরে তখন দলে দলে লাল হলুদ সমর্থকরা ভিড় করে আছেন। মজিদ বাসকর তখন জানেন না বিমানবন্দরের বাইরে কী অবস্থা। ভোর চারটে নাগাদ তিনজন আত্মীয়কে নিয়ে বিমান বন্দরের বাইরে বেরিয়েই চমকে গেলেন বাদশা। চারিদিকে তখন মজিদ মজিদ জয়ধ্বনি। শেষ পর্যন্ত অন্য গেট দিয়ে মজিদকে পুলিশের গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হয়। হোটেলে দেখা করলেন প্রিয় বন্ধু জামশেদ নাসিরি। ১২ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মজিদ বাসকরকে সম্বর্ধনা দিল।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, ৬) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৭) শৈলেন পাল, ৮) মালঞ্চ সাহা, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) অমল বোস, ১১) এস এস চন্দ, ১২) রুবী মণ্ডল, ১৩) গোপাল সাহা, ১৪) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৫) ববিতা দাস, ১৬) সুদীপা কর্মকার, ১৭) তপন ব্যানার্জি, ১৮) অশোক পাল, ১৯) আলোকনা সিকদার, ২০) প্রদীপ পাত্র, ২১) সৈকত মিত্র, ২২) সোনালি বিশ্বাস, ২৩) সঞ্চয় সাহা, ২৪) পার্থ দাস, ২৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৬) সন্দীপ মিল, ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৮) রিক্তা বিশ্বাস, ২৯) অভিষেক কুমার মিত্র, ৩০) কানন কুমার মণ্ডল, ৩১) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩২) অদিতি মণ্ডল, ৩৩) নুপুর চ্যাটার্জি, ৩৪) রণিতা মিত্র, ৩৫) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৬) দেবাশীষ দাস, ৩৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৮) অদিতি বসু, ৩৯) নমিতা পাল, ৪০) মধু শেঠ, ৪১) মধুমিতা পাত্র, ৪২) অরবিন্দ নন্দী, ৪৩) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪৪) পুলক শূর, ৪৫) রুদ্র রায়, ৪৬) ডা. পি. কর্মকার, ৪৭) তপন ঘোষ, ৪৮) তাপস ব্যানার্জি, ৪৯) রীতেশ ঘোষ, ৫০) অমিতাভ সিনহা, ৫১) মিম্পি রাহা, ৫২) মৌমিতা ঘোষ, ৫৩) কাশীনাথ চন্দ (ইসলোক) ৫৪) শুভময় কুণ্ডু।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.